চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২৭ অক্টোবর ২০২২ খ্রি.

চসিকের ৬ষ্ঠ নির্বাচিত পরিষদের ২১তম সাধারণ সভায় মেয়র

২০২৩ সাল হবে চট্টগ্রাম নগর উন্নয়নের বছর

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, ২০২৩ সাল হবে চট্টগ্রাম নগর উন্নয়নের বছর। প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম নগরীর উন্নয়নে ২ হাজার ৫শত কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন সেই বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে নগরীর উন্নয়ন দৃশ্যমান করতে হবে। আগামী ডিসেম্বরে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু ট্যানেল চালু হলে নগরীর সড়ক সমুহের উপর চাপ পড়বে সেই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সঠিকভাবে উন্নয়ন কাজ করতে হবে। ডিসেম্বরের মধ্যে অন্তত: ১২শ কোটি টাকার টেন্ডার আহবান করে শুষ্ক মৌসুমের মধ্যে কাজগুলোর গুনগতমান বজায় রেখে দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক এবং প্রধান প্রকৌশলীকে নিদের্শনা প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, সম্প্রতি ঘূর্নিঝড় সিত্রাংয়ের আঘাতে নগরীর উপকূলীয় এলাকা ও বাংলাদেশের বৃহত্তম ভোগ্য পণ্যের পাইকারী বাজার খাতুনগঞ্জ, চাক্তাইয়ে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা অবর্ণনীয়। সিটি মেয়র বলেন, ৩৭নং ওয়ার্ডে স্লুইস গেইটের কারণে জলোচ্ছাসে কৃষি জমির ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ববরাবরে ক্ষতিগ্রস্থ ফসলি জমির ক্ষতিপুরণ প্রদান করে সর্বাত্নক সহযোগিতার আহ্বান জনান।

তিনি আরো বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোশেনের সাবেক মেয়র এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরী আয় বর্ধক প্রকল্পের মাধ্যমে চসিককে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীতে সে সমস্ত আয়বর্ধক প্রকল্পগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে। নগরীর কোথায়-কোথায় সিটি কর্পোরেশনের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ রয়েছে তার একটি প্রতিবেদন তৈরী করে জানানোর জন্য বলা হলেও অদ্যাবধি সেই প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। এছাড়া চসিকের যে সকল মার্কেট রয়েছে সেগুলোর গুলোর কি অবস্থা আয়ের পরিমান সহ প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায়নি। এমনকি চসিকের যে ভূ-সম্পত্তি গুলোর নামজারি পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি। তিনি এষ্ট্রেট শাখাকে তিনভাবে বিভক্ত করে ভূ-সম্পত্তি শাখাকে গতিশীল করা পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নিদের্শনা প্রদান করেন। সেই সাথে সভায় ভূ-সম্পত্তি শাখার জন্য আলাদা একটি স্থায়ী কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে চসিকের পুরাতন নগর ভনের কে.বি আবদুস সত্তার মিলনায়তনে ৬ষ্ঠ নির্বাচিত পরিষদের ২১তম সাধারণ সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। চসিক সচিব খালেদ মাহমুদের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলম, প্যানেল মেয়র, কাউন্সিলর, বিভাগীয় ও শাখা প্রধানগণ।

মেয়র আরো বলেন, মশক নিধন কার্যক্রম নগরীর সকল ওয়ার্ডে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য ক্র্যাশ প্রোগ্রাম চলমান আছে তা অব্যাহত এবং ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া রোগ প্রতিরোধে জনগনকে সচেতন করার জন্য মোবাইল কোর্ট অব্যাহত রাখা এবং প্রচার প্রচারনা আরো জোরদার করতে হবে। তিনি ঢাকায় প্রতিটি সিটি কর্পোশেনের মশক নিধনের জন্য ২ কোটি টাকার যে বরাদ্দ দেয়া হয় অনুরুপ চসিকের আয়তন বিবেচনায় সে পরিমান বরাদ্দ প্রদানের জন্য আবেদন করা হবে বলে উল্লেখ করেন।

রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়নে গুরুত্বারোপ করে মেয়র বলেন, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা কর আদায়ে কঠোরতা অবলম্বন না করলে রাজস্ব আয় হ্রাস পাবে। ফলশ্রুতি চসিক বিশাল জনবলের বেতন ভাতা ও নগরীর চলমান উন্নয়ন কাজ থমকে যাবে। তিনি রাজস্ব বিভাগকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেন। এছাড়া নালার উপর অনুমোদনহীন যে স্ল্যাব স্থাপিত হয়েছে যেসব স্ল্যাবগুলো সুনিদিষ্ট পরিমান নির্ণয় করে যথাযথ ফি আদায়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ছাড়া ও রাজস্ব আদায়ে ক্ষেত্রে কোন কর্মকর্তা কর্মচারীর দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেলে সাথে সাথে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এমনকী চাকুরীচ্যুত করা হবে বলে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

বিদ্যুৎ বিভাগের উদ্দেশ্য মেয়র বলেন, চসিক এলাকায় কোন সড়ক বাতি না জ্বললে সেই এলাকার সুপারভাইজারসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, শহরে আলোকায়নে বাল্ব, টিউব লাইটসহ প্রয়োজনীয় সকল মালামাল অন্তত ৬ মাসের জন্য মজুদ রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি আরো বলন, চসিকে বর্তমানে যে দুটি টেন্সিং গ্রাউন্ড আছে তাতে আগামী কয়েক মাসের পর আবর্জনা রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে বিধায় হাটহাজারী এলাকায় নতুন টেন্সিং

গ্রাউন্ড স্থাপনের জন্য ভূমি জোগাড়ের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। অন্যদিকে মাদার বাড়িস্থ চসিকের জায়গাটি সংস্কার করে সেখানে যান্ত্রিক বিভাগের যানবাহন গুলো রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বলে জানান।

তিনি চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক অনুমতিবিহীন সড়ক কর্তন করা থেকে বিরত থাকারসহ যে সড়ক কর্তন ফি জমা প্রদান করবে তার বাহিরে সড়ক কর্তন করলে চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃপক্ষ, ঠিকাদার ও চসিকে দায়িত্বরত প্রকৌশলীকে জবাব দিহিতার আওতায় আনার ঘোষনা দেন। তিনি ওয়াসার কর্তৃক সড়ক কর্তৃনের ব্যাপারে কোন কোন সড়ক কর্তন করার পরিকল্পনা আছে তা চসিককে ৬ মাস পূর্বে অবহিত করার আহ্বান জানান। সভায় মোহরা ছাফা মোতালেব কলেজের প্রতিষ্ঠাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানটিকে চসিকের অধিভূক্ত করার জন্য প্রস্তাব সবসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়।

সভার শুরুতে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাস্তবায়নকৃত এলিভেটর এক্সপ্রেস ওয়ের উপর একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদন উপস্থাপনকালে কাউন্সিলরগণ কোন কোন স্থানে কী সমস্যা আছে তা প্রকল্প পরিচালককে অবগত করেন। প্রকল্প পরিচালক এব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষেকে অবগত করবেন এবং উভয় সংস্থার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন।

সভার আরম্ভে কোরআন তেলাওয়াত ও নগরীর বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণসহ তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মুনাজাত করা হয়।

মশক নিধনে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম পরিদর্শনকালে সিটি মেয়র

ডেঙ্গু চিকনগুনিয়া প্রতিরোধে সচেনতনতার বিকল্প নেই

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, সিটি কর্পোরেশন নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে ডেঙ্গু চিকনগুনিয়া প্রতিরোধের মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা প্রকাশ্য স্থানে ও নালা নর্দমার স্তুপকৃত ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার করে যাচ্ছে। কিন্তু এভাবেই মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা সম্ভব নয়। মশার প্রার্দূভাব থেকে মুক্তি পেতে নগরবাসির মাঝে এবিষয়ে সচেতনতাও জরুরী। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন নগরীর গড়ার প্রত্যয় নিয়ে তিনি বলেন, সমন্বিত মশক নিধন ব্যবস্থাপনার আওতায় প্রথম পদক্ষেপটিই হচ্ছে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থাপনা। আমাদের চারপাশের যেখানে এডিস মশা জন্মানোর লক্ষন দেখা যায় সেসব স্থান সম্পর্কে সকলকে সচেতন হতে হবে। আবহাওয়াগত কারণে নগরীতে এখন মশার উপদ্রব বেড়েছে। এই ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডের ঝোঁপঝাড় পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও নালা-নর্দমায় যেখানে মশা জন্ম হয় সেখানে ওষুধ ছিটানো হবে।তিনি আরো বলেন, আমাদের যে পরিমান মশা ধ্বংসকারী ওষুধ আছে এই ওষুধের সদব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্ক মশা নিধনের জন্য এলডিসাইড এবং মশার ডিম বা লার্ভা ধ্বংসের জন্য লার্ভিসাইড ওষুধ ছিটানো হবে।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে চকবাজার ওয়ার্ডে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ ক্যাম্পাস, কলেজ রোড, হাফেজ টাওয়ার, মরিয়ম হাউস ও দেবপাহাড় এলাকায় মশক নিধন কার্যক্রমে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম পরিদর্শনকালে সিটি মেয়র একথা বলেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন-চকবাজার ওয়ার্ড কাউন্সিলর নুর মোস্তফা টিনু, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ও মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারফা বেগম নেলী ও আকবর আলী, প্রনব শর্মা প্রমুখ।

সিটি ময়র ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে নগরবাসির সহযোগিতা কামনা করে বলেন, ইতোমধ্যে ডেঙ্গু-চিকনগুনিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই রোগ প্রতিরোধে নগরবাসির উদ্যেশ্যে তিনি বলেন, পরিস্কার ও বদ্ধ পানিতে এডিস মশার প্রজনন ক্ষেত্র। তাই বাসাবাড়ির আশপাশে ডাবের খোসা, ফুলের টব, অকেজো প্লাষ্টিক বোতল, টায়ার, এয়ারকন্ডিশন ও ফ্রিজের নিচের ট্রেতে তিন দিনের বেশি পানি যাতে জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তিনি বলেন, বাড়ির আঙ্গিনা ও ছাদ বাগান নিজ নিজ উদ্যোগে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এটা আমাদের সকলের নাগরিক দায়িত্ব। মেয়র চট্টগ্রাম নগরীকে একটি স্বাস্থ্যকর নিরাপদ বাসযোগ্য ও পরিচ্ছন্ন নগরীতে পরিনত করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

চসিক স্বাস্থ্য বিভাগ ও সেভ দ্য চিলড্রেন কর্তৃক আয়োজিত পুষ্টি ও মূল্যায়ন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে চট্রগ্রাম সিটি করপোরেশনের তত্ববাবধানে ইউএসসিডিসি এর অর্থায়নে সেভ দ্য চিলড্রেন ও বাংলাদেশ কারিগরী সহায়তায় নগর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় মহানগরীর নির্বাচিত তিনটি ওয়ার্ডের ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টি মূল্যায়ন বিষয়ক কার্যক্রমের ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী সভাপতিত্বে আজ বৃহস্পতিবার সকালে চসিক জেনারেল হাসপাতালের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. ইমাম হোসেন রানা, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এসআইএমও ডাঃ সরোয়ার, জোনাল মেডিকেল অফিসার ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ইপিআই টেকনিশিয়ানগণ। সভায় শিশুদের পুষ্টি মূল্যায়ন বিষয়ক কার্যক্রমের ফলাফল উপস্থাপন করেন সেভ দ্য চিলড্রেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জনস্বাস্থ্য রোগতত্ত্ববিদ ডা. বুশরা তাবাস্‌সুম।
সভাপতির বক্তব্যে ডাঃ সেলিম আকতার চৌধুরী বলেন, দেশের সবকটি সিটি কর্পোরেশনে প্রল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে যা জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সহায়ক ভুমিকা পালন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের উত্তর আগ্রাবাদ, দক্ষিণ আগ্রাবাদ ও গোসাইলডাঙ্গা ওয়ার্ডে ৫২ দিনব্যাপী অপুষ্টি যাচাইকরণ এবং পুষ্টি প্যাক বিতরণ ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয়।ক্যাম্পেইনে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের অপুষ্টি যাচাইকরণ, পুষ্টি প্যাক বিতরণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় নগরীর ৩১৫৪জন শিশুর সঠিক ওজন ও উচ্চতা যাচাই, অপুষ্টি কী, পুরিপুরক খাবার এবং কোন বয়সে কী পরিমান খাবার খেতে হবে সেসব দিক সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের মাঝে ২৫ হাজার পুষ্টি প্যাক সরবরাহ করা হয়। উক্ত ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সের শিশুদের বয়সের সাথে বেড়ে ওঠা স্ক্রিনিং এবং পুষ্টি কার্ড বিতরণ করা হয়।

চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত

এডিস মশার বংশ বিস্তার রোধ অভিযানে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ বৃহস্পতিবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী নগরীর চট্টগ্রাম কলেজ, কলেজ রোড ও নাসিরাবাদ এলাকায় ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে এডিস মশার উৎসস্থল, বিভিন্ন বাসা বাড়ীর ছাদ বাগান ও নির্মানাধীন ভবন পরিদর্শন করা হয় একই সাথে মশার ঔষধ স্প্রে করা হয়। এডিস মশা জন্ম স্থান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জনসাধারনকে সচেতন করা হয়। সে সময় নাসিরাবাদ এলাকায় সাফা আর্কেডিয়া ভবনের বেইসমেন্ট ফ্লোরে এডিস মশার বংশ বিস্তারে জমাটবদ্ধ পানির উৎস পাওয়ায় ভবন মালিকের বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে পোর্ট কানেকটিং রোড ও সাগরিকা রোডে রাস্তা দখল করে দোকানের মালামাল রেখে এবং অবৈধভাবে গাড়ী পার্কিং করে চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ১২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। এতে অংশ নেন সিটি মেয়রের একান্ত সচিব ও প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মুহাম্মদ আবুল হাশেম। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩